C56

তারিখ ... 28 JAN 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে গ্রামের উন্নয়ন

মোঃ আবদুছ ছাত্তার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সচেষ্টতা। সুতরাং কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রতিটি কৃষককে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। দ্বিতীয়তঃ যিনি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছেন ও সহযোগিতা দিচ্ছেন তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ যিনি কৃষি উন্নয়নের প্রশ্নে সাধারণ কৃষকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আছেন তাকেও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের গ্রামীণ কৃষক সমাজে উপরোক্ত তিন পর্যায়ের শিক্ষা অনুন্নত ও অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শতকরা ৯১.২ ভাগ গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জনই কৃষিজীবী ও এদের শতকরা ৮০ জনই নিরক্ষর। কাজেই, কৃষির উন্নয়নে অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

এটা স্পষ্ট যে, নিরক্ষরতাই গ্রামীণ দারিদ্র্যকে ব্যাপকতর করে তুলতে সাহায্য করছে। জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা কিভাবে যে অবহেলা করছি তা বলে শেষ করা যায় না। কাজেই, জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। আমরা কি করছি, আমাদের কি করতে হবে তার মূল্যায়ন করতে পারব। দেশের উন্নতির অন্তরায় উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে এগুলো দূরীকরণের প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে আগ্রহী হয়। এভাবে গ্রামীণ মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাগোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে।

শিক্ষার মাঝে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর বিধায় তাদের মধ্যে অভাববোধ ও অভাব মোচনের আগ্রহ নেই। পরিকল্পিত পরিবারের সফল বাস্তবায়নের জন্য চাই আত্মসচেনতা স্বাবলম্বী হওয়ার মানসিকতা, কিন্তু নিরক্ষরতা তা থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত রেখেছে বিধায় গ্রামোন্নয়ন পশ্চাৎপদ হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যার ভারে বিত্তহীন ও ভূমিহীন শ্রেণীর কাফেলা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। অপরদিকে, স্বল্প সংখ্যা গ্রাম্য বিত্তবান ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ শহরে শিক্ষিত সমাজে ব্যাপকহারে পরিকল্পিত পরিবার পদ্ধতি গ্রহণ করায় সুফল হিসেবে তারে আর্থিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। দেশের গুটি কয়েক লোকের হাতে সম্পদ জমা হওয়ার পথ সহজতর হচ্ছে। ঈর্ষা ও প্রয়োজনের তাগিদেই সামাজিক বন্টন শিথিল হয়ে আসছে যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কাজেই দেশের শতকরা ৮০ জন পল্লী জনতাকে নিরক্ষর রেখে শত কোটি টাকার পরিবার পরিকল্পনা বাজেট জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। এ জন্য, পূর্বশর্ত হচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। বর্তমান নিরক্ষরতা কর্মসূচী শ্লথ হয়ে যাওয়ার ফলে আরো নৈরাশ্যজনক চিত্রের উদ্ভব হবে। এই জাতীয় ব্যর্থতা গ্রাম ও শহরের বৈষম্য আরো বাড়িয়ে তুলছে। কারণ, গ্রামবাসী তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে কতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম, কতটা মানসিকতাসম্পন্ন তা সক্রিয় বিবেচনায় না রেখে শত পথ দেখালেও তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য বিরাজ করছে। শহরের শিক্ষিত ও বিত্তবানদের জন্য রয়েছে উন্নত পদ্ধতির পড়াশুনা। যেমন, কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। ফলে, বিত্তবান শহরে ঘরের ছেলেমেয়েরা মেধাতালিকার অগ্রভাগে স্থান নেয় ও সমাজে মাখনের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ পায়। অপরদিকে, গ্রাম্য দরিদ্র ঘরের সন্তানদের ভাগ্যে জোটে ঘোল। সামাজিকভাবে অধিকাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে বিধায় তাদের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না এবং শিক্ষার মত অধিকার থেকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বঞ্চিত থাকছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে এ ধরনের বৈষম্য অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত। গ্রামীণ শিক্ষার পরিবেশ বিধ্বস্ত ও অনুন্নত। শহরের মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় বাদে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সংকটজনক। ১৯৮৪ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৮৫৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১২৫৩টি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়, যা মোট সংখ্যার শতকরা ১৪.৬ ভাগ। অপরদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ২৬ লক্ষ ৮. হাজার জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭ লাখ ৫৫ হাজার জন ছাত্রী, যা মোট সংখ্যার ২৮.৮৫ ভাগ। শিক্ষার্থীর মত শিক্ষয়িত্রীর বেলায়ও দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ১০.৫ ভাগ শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত আছেন। এটা নারীশিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের পশ্চাৎপদতা নির্দেশ করে। শতকরা ৯০ ভাগ নারী যেখানে গ্রামে বাস করে, শিক্ষায় তাদের এ পশ্চাৎপদতা গ্রামোন্নয়নকে ব্যাহত করছে। তাই মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানের পথ সুষম করতে হবে। তা গ্রামোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

১৯৮৪ সালের জাতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী আরো দেখা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ২৬ লাখ ৮ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ লাখ ১২ হাজার জন গ্রামাঞ্চলের, যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬৯.২ ভাগ। কাজেই শিক্ষার্থীদের সিংহ ভাগই গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ঘরের এবং তাদের বেশীর ভাগই বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। উল্লেখ, বাংলাদেশে ৮৫৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৩৫৭টি বেসরকারী, যা মোট সংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ পরিবেশে এদের জন্য প্রকৃত শিক্ষা হয়ে উঠে দুর্লভ। এগুলোতে না আছে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষাপোকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাল শিক্ষক। প্রায় প্রতিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার নেই, বিজ্ঞানাগার ও খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম নেই। এভাবে শিক্ষার্থীর মন একপেশে পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে দেশের শতকরা ৬৯.২ ভাগ গ্রামীণ শিক্ষার্থীর শিক্ষা দায়সারা গোছের হয়ে পড়েছে।

চলবে